بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত আহ্বানের পূর্ববর্তী আহ্বান
সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ এবং বিশেষতঃ তার প্রভাবশালী ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি

(আরবী থেকে অনুবাদকৃত)

আলহামদুলিল্লাহ্, অশেষ দুরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), তাঁর পরিবার, সাহাবীগণ (রা.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি।

সম্মানিত ভাইয়েরা: আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে পবিত্র রমযান মাস, রোযা পালনের মহিমান্বিত মাসে এই আহ্বান জানাচ্ছি, যে মাস সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"রমযান হচ্ছে সেই মাস যে মাসে কুর'আন নাযিল হয়েছে, মানবজাতির হিদায়াত ও পথনির্দেশ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে।"
[সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৮৫]

একইভাবে, রমযান মাস সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কুদ্‌সীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্ বলেন: রোযা ব্যতিরেকে আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য। রোযা আমার জন্য, আমি নিজ হাতে তার প্রতিদান দিব।" (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রা.) সুত্রে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"যখন রোযা শুরু হয়, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।"
(মুসলিম)

পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট আমরা প্রার্থনা করি যে, তিনি আপনাদের অন্তর ও কর্ণসমূহকে এমনভাবে উন্মুক্ত ও মনযোগী করে দেন যেন আপনারা এই আহ্বানের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেন, এবং তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।"
[সূরা যুমার : ১৮]

সম্মানিত ভাইয়েরা: আমাদের সাথে যা ঘটেছে এবং ক্রমাগত ঘটছে, নিঃসন্দেহে আপনারা তা প্রত্যক্ষ করছেন। যেভাবে কুকুর তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদী কাফির রাষ্ট্রসমূহ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের ভূমিসমূহ আজ সকল লোভী আত্মা ও কুচক্রী ব্যক্তিদের লালসা এবং শোষণ-লুণ্ঠনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। আমরা মুসলিমরা আজকে বিভক্ত এবং আমাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কোন কিছুই নাই। নির্বিঘ্নে আমাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরানো হচ্ছে, সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে এবং আমাদের ভূ-খন্ডসমূহকে চারিদিক থেকে ঘিরে আক্রমণ করা হচ্ছে, এমনকি এই আক্রমণ হতে এর প্রাণকেন্দ্রও রেহাই পায়নি!

ইহুদীরা ইসরা' ও মি'রাজের ভূমি, আমাদের প্রথম কিবলা, ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিকে দখল করে রেখেছে। তারা সেখানে নিজেদের জন্য একটি রাষ্ট্র বানিয়েছে, অতঃপর সেখানে ফ্যাসাদের বিস্তার ঘটিয়েছে। তারা এর জনগণকে বিতাড়িত, বাস্তুচ্যুত ও সম্মানহানী করেছে। নির্বিচারে হত্যাকান্ড, রক্তপাত, ফ্যাসাদ ও অন্যায়-অত্যাচার সংঘটিত করেছে এবং তা অব্যাহত রেখেছে। মার্কিনীরা মুসলিমদের রক্তপাত ঘটিয়েছে, ইরাক ও আফগানিস্তানকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সে প্রতিটি ভূ-খন্ডে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে: সুদানকে বিভক্ত করেছে, পূর্ব-তিমুরকে ইন্দোনেশিয়া হতে বিচ্ছিন্ন করেছে, সাইপ্রাসের অধিকাংশ অংশে গ্রীসের শাসনের সুযোগ করে দিয়েছে এবং এরকম আরও অনেক কিছু। এই সবকিছুতে বৃটেন মার্কিনীদের শরিক ছিল। নিজস্ব সক্ষমতার মধ্যে হলে সে একাই এসব হত্যাকান্ড ও রক্তপাত ঘটিয়েছে। আর সক্ষমতার বাইরে হলে সে মার্কিনীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিংবা তার পিছনে থেকে এসব অপরাধ সংঘটিত করেছে। ইরাক, আফগানিস্তান ও লিবিয়ায় হত্যাকান্ডে সে মার্কিনীদের মিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। ফ্রান্সও মুসলিমদের হত্যায় তাদেরকে অনুসরণ করেছে – তাদের মিত্র হিসেবে অথবা একাই, যেমন: মধ্য আফ্রিকা।

তারপর রয়েছে রাশিয়া এবং ক্রিমিয়া-ককেশাস-চেচনিয়া-তাতারস্তানে তার হত্যাকান্ড; চীন এবং তুর্কিস্তানে এর ইসলামবিদ্বেষ; এছাড়া রয়েছে কাশ্মিরে ভারতের যুলুম, যেখানে হিন্দুরা হত্যাকান্ড ও অবর্ণনীয় অপরাধের মাধ্যমে কাশ্মিরের মুসলিমদের শাসন করছে। এমনকি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রসমূহও এখন মুসলিমদের হত্যায় শরিক হচ্ছে! যেমন বার্মা, সেখানকার মুসলিমদের প্রকাশ্যে হত্যা ও সম্মানহানীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ করে দিয়েছে। এগুলো আমাদের উম্মাহ্'র উপর আপতিত ঘটনাসমূহের কিছু নমূনামাত্র।

এই রক্তে শুধু সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের হাতই রঞ্জিত হয়ে থেমে থাকেনি। অধিকন্তু, উম্মাহ্'র মধ্যে বিদ্যমান তাদের দালাল ও ক্রীড়নকরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে একে অপরের রক্ত ঝরাচ্ছে। ভালো কাজে অংশগ্রহণ করছে ভেবে কিছু নির্বোধ মুসলিম এগুলোতে যোগ দিচ্ছে। সুতরাং, তারা চরম শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার মত করে সিরিয়াতে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছে। অনুরূপভাবে, তারা ইরাকেও এমনভাবে যুদ্ধে লিপ্ত মনে হয় যেন তারা পূর্ববর্তী জাহিল্যিয়াতের যুগে বসবাস করছে। লিবিয়া ও ইয়েমেনে একই সহিংস চিত্র এবং মিশর ও তিউনেশিয়ায় একটু কম মাত্রায়। সহিংসতা কবলিত এসমস্ত ভূ-খন্ড যেসব অপরিমেয় অপরাধসমূহ প্রত্যক্ষ করেছে তা মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করার ইতিহাসে নজিরবিহীন। এগুলো হলো আমাদের উম্মাহ্'র উপর আপতিত ঘটনাসমূহের কিছু নমূনামাত্র।

কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃক (এবং মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে) সংঘটিত এসব সামরিক আক্রমণ ও যুদ্ধ, শুধু মুসলিমদের শরীরকেই ক্ষত-বিক্ষত করেনি। না! কেবলমাত্র আমাদের শরীরই নয় বরং আমাদের হৃদয় ও মন তাদের ক্রমাগত আক্রমণে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। খিলাফতের আহ্বান এবং এর রাজনৈতিক কর্মীদের লক্ষ্য করে কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা, কখনও নিজেরা সরাসরি এবং কখনও কখনও তাদের দালালদের মাধ্যমে প্রতারণা, চক্রান্ত এবং নানাবিধ হীন পরিকল্পনা-কৌশলের আশ্রয় নেয়া সহ তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যয় করে ফেলেছে। খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ ও মুসলিমদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফরয দাবি হতে দূরে সরাতে যখন তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তখন কিছু মুসলিম এমন কাজ করেছে যা কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরা করতে অক্ষম ছিল। তারা উম্মাহ্'কে বিভ্রান্ত করতে সম্মেলনের পর সম্মেলন আয়োজন করে প্রচার করেছে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা শারী'আহ্ বাধ্যবাধকতা নয় বরং একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা ছিল।

অন্যরা খিলাফত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধে একধাপ এগিয়েছে, এই নামকে কলঙ্কিত করেছে, খিলাফত ঘোষণা দিয়ে নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে এবং অপরাধসমূহ সংঘটিত করেছে। তারা নিজেদের জন্য এমন এক খিলাফত দাবি করছে যার সাথে খিলাফতের নূন্যতমও কোন মিল নাই। তারপর তারা এর নামে এমনসব কান্ড করেছে যা মানব মস্তিষ্কের কল্পনারও বাইরে। এর মাধ্যমে তারা কাফির সাম্রাজ্যবাদী এবং সকল ইসলামবিদ্বেষীদের জন্য 'খিলাফত হচ্ছে একটি নিষ্ঠুর ও বর্বর শাসনব্যবস্থা' এই প্রচারণা চালানোর পথ সুগম করে দিয়েছে। এর দ্বারা তারা জনগণের মধ্যে খিলাফতের ধারণার প্রতি ঘৃণা জন্মাতে এবং জনগণকে তা হতে দূরে সরাতে চেয়েছিল, যাতে করে জনগণের মধ্যে একটি মহান ও আলোকিত শাসনব্যবস্থা হিসেবে খিলাফত সম্পর্কে যে ইতিবাচক ধারণা ছিল তার স্থলে দমনকারী ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যবস্থা হিসেবে নেতিবাচক ধারণায় পরিবর্তিত হয়!

সুতরাং, মুসলিমদের আজকের অবস্থা হচ্ছে একটি চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা, যা শুধুমাত্র কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের কর্মকান্ডই নয় বরং তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী কিংবা তাদেরকে অতিক্রমকারীদের কর্মকান্ডেরও ফসল। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে শ্লোগাণ তুলে কিংবা ইসলামের নামে বা ইসলাম বাস্তবায়নের নামে শুধু ইসলামের ক্ষতিই করেছে।

হে মুসলিমগণ এবং বিশেষতঃ তার প্রভাবশালী ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

আমাদের উপর আরবের জাহিল্যিয়াতের যুগের মত অবস্থা ফিরে এসেছে, যখন তারা একটি উটের কারণে চল্লিশ বছর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করত, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত এবং নিজেদের হাতে তৈরি পাথর ও কাঠের মূর্তিকে উপাসনা করত। এমনকি মাঝে মধ্যে তারা খেজুর দিয়ে মূর্তি বানাতো এবং ক্ষুধা লাগলে সেই মূর্তিকেই খেয়ে ফেলতো! তারা মরুভূমিতে বিকারহীনভাবে ঘুরে বেড়াত। সমগ্র মানবজাতি দূরের কথা তারা তাদের পরিবার কিংবা তাদের চারপাশে বসবাসকারীদের জন্যেও কোন বৃহত্তর লক্ষ্য গ্রহণ করে নাই। আর শহরবাসীরা তৎকালীন বৃহত্তর শক্তিসমূহকে আনুগত্য করত। ইরাকের লাখমিদ'রা পারস্যের মিত্র ছিল, অন্যদিকে শা'মের গাস্সানিদ'রা রোমানদের মিত্র ছিল। তাই যখন রোমান এবং পারস্যের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করত, তার প্রভাব হিসেবে লাখমিদ ও গাস্সানিদ'রা পরস্পর লড়াই করত! এই ছিল তৎকালীন আরবের বেদুইন ও নগরবাসীদের অবস্থা...শুধুমাত্র মক্কা ব্যতীত, যে শহরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুরক্ষিত ও নিরাপদ রেখেছিলেন, যদিও তারা বাৎসরিক মোট দিনের পরিমাণ মূর্তির উপাসক ছিল।

জাহিল্যিয়াতের যুগে আরবের মরুবাসীরা এরকমই ছিল, একে অপরকে হত্যায় ও তুচ্ছ গোত্রীয় স্বার্থে পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। আর শহরবাসীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তৎকালীন পরাশক্তিদের স্বার্থে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করত। তারা বিভক্ত ছিল, এমনকিছু ছিলনা যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পরকে ধ্বংসের হাত থেকে বিরত রাখতে পারত। তাদের অবস্থা আমাদের আজকের অবস্থার সমতূল্য, অথবা আমরা বলতে পারি যে, আমাদের আজকের অবস্থা তাদের তৎকালীন অবস্থার সমতূল্য।

যাইহোক, তৎকালীন গোত্রপ্রধানদের কিছু সম্মান ও লজ্জাবোধ ছিল, যার কোনোটিই বর্তমান মুসলিম ভূ-খন্ডের শাসক ও নেতৃবৃন্দের নাই। যার একটি উদাহরণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে হত্যা করতে মক্কার মুশরিকদের কর্তৃক নিযুক্ত চল্লিশ ব্যক্তির ঘটনা। তারা রাতে তাঁর (সাঃ) বাড়িতে হামলা করতে গিয়ে সেটিকে বন্ধ পেয়ে বাড়িটিকে ঘিরে রাখে এবং তাঁর (সাঃ) জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, যাতে তিনি (সাঃ) দরজা খোলামাত্র তাঁকে (সাঃ) হত্যা করতে পারে। কারণ তাদের সম্মানবোধ তাদেরকে জোরপূর্বক বাড়িটিতে প্রবেশে বিরত রাখে। আর তাদের লজ্জাবোধ তাদেরকে ঘুমন্ত অধিবাসীদের বাড়িতে প্রবেশে বিরত রাখে। অন্যদিকে, বর্তমান শাসক ও তাদের গুপ্তচররা সকল সম্মান লঙ্ঘন করছে। বিনা অনুমতিতে দরজা ভেঙ্গে, নির্লজ্জভাবে বাড়ি বাড়ি প্রবেশ করে। তারা মহিলা ও শিশুদেরকে আতঙ্কিত করে, ঘুমন্ত অবস্থায় তাদেরকে আক্রমণ করে। এর কারণ হচ্ছে আজকের শাসক ও তাদের গুপ্তচররা সকল সম্মান ও লজ্জাবোধ হারিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেই সত্যকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলে বলেছেন,

"যদি তোমাদের কোনো লজ্জা না থাকে, তবে যা খুশি তাই কর..." (বুখারী)

হে মুসলিমগণ এবং বিশেষতঃ তার প্রভাবশালী ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইসলাম সহকারে প্রেরিত হয়েছিলেন, যার দ্বারা তিনি জাহিল্যিয়াতের অন্ধকার হতে আরবকে পুনর্জাগরিত করেছিলেন। তাদেরকে অধঃপতিত অবস্থা হতে উন্নতির দিকে তুলে এনেছিলেন, পঙ্গুত্ব অবস্থা থেকে দাঁড়ানো শিখিয়েছেন, এবং ঘুমন্ত অবস্থা হতে তাদের মধ্যে জাগরণ তৈরি করেছেন। তারা আল্লাহ্'র রাস্তায় সৈনিকে পরিণত হয় এবং এক মহান বাণীর প্রচারক হিসেবে যেখানেই গিয়েছে সেখানেই কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের প্রসার ঘটিয়েছে। সর্বপ্রথমে তিনি (সাঃ) আল-আরকাম ইবনে আল-আরকাম-এর গৃহে ঈমানদারদের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করেন। কয়েক বছর পর, তিনি (সাঃ) দলটিকে সমাজের সামনে ঘোষণা করেন এবং তারা প্রকাশ্য গণসংযোগ শুরু করেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয়ে ভীত না হয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ্যে তুলে ধরেন। তাদের সংগ্রামের পথে আপতিত যুলুম-নির্যাতনের মুখে তারা ধৈর্য্যধারণ করেছেন, কোনরকম আপোষ ছাড়া দৃঢ়তার সাথে কঠিন বাঁধাসমূহকে অতিক্রম করেছেন।

এভাবে চলতে থাকে 'শোকের বছর' পর্যন্ত, যে বছরে তাঁর (সাঃ) চাচা আবু তালিব, যিনি সাধারণত তাকে নিরাপত্তা দিতেন, মারা যান এবং বিশ্বাসীদের মাতা তাঁর (সাঃ) স্ত্রী ও তাঁর উত্তম সহযোগী খাদিজা (রা.) আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র রহমতের নিকট ফিরে যান। এ বছরেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে দুটি বিষয় দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানে সম্মানিত করেন। এটা ছিল নবুয়্যতের ১০তম বছর।

প্রথম বিষয়টি ছিল ইসরা' এবং মি'রাজ, যে রাতে তাঁকে (সাঃ) মক্কার মসজিদ আল-হারাম থেকে আল-কুদস্-এর মসজিদ আল-আক্বসা পর্যন্ত, অতঃপর সেখান থেকে সর্বোচ্চ আসমান পর্যন্ত ভ্রমন করানো হয়, যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দার নিকট নির্ধারিত বিষয়সমূহ নাযিল করেন। দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, তাঁকে (সাঃ) নুসরাহ্ (ক্ষমতা অর্জনে বস্তুগত সহায়তা) অনুসন্ধানের অনুমুতি প্রদান, যা নুসরাহ্'র বাই'আত বা শাসনের বাই'আত হিসেবে পরিচিত আকাবা'র দ্বিতীয় বাই'আতের মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায়। এটা ছিল নবুয়্যতের ১৩তম বছরের ঘটনা। ফলশ্রুতিতে, রাসূল (সাঃ) ১ম হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় হিজরত করেন, যেখানে তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষমতা প্রদান করেন। এটি এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ছিল; এমনকি ওমর (রা.)-এর শাসনামলে মুসলিমরা যখন নিজস্ব ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল এবং এই উদ্দেশ্যে একত্রিত হল, তখন তারা এই সিদ্ধান্ত উপনিত হল যে, হিজরত ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এমন একটি মহান ও অবিস্মরণীয় ঘটনা ছিল যে এটাই ইসলামী ইতিহাসের সূচনা বিন্দু হওয়ার দাবি রাখে।

এভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলাম আরব উপদ্বীপ এবং তার চারপাশকে আলোকিত করেছিল। অতঃপর আসে খোলাফায়ে রাশেদাহ্' ও পরবর্তী বিভিন্ন খলীফাগণের শাসন। ভূ-খন্ডের পর ভূ-খন্ড বিজিত হয়ে ইসলামী শাসনের অধীনে প্রবেশ করে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, ইন্দোনেশিয়া থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় ইসলামের ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়ে। যদি মুজাহিদগণ তখন জানতেন যে আটলান্টিকের ওপারে কোন ভূ-খন্ড রয়েছে তবে তারা সেটিকে মুক্ত করতে ও তাতে ইসলামের ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। উক্ববা ইবনে নাফি' যখন তার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আটলান্টিকের তীরে পৌঁছান, তখন বলেন, **"হে আল্লাহ্, যদি আমি জানতাম যে এই সমুদ্রের ওপারে কোন ভূমি বিদ্যমান, তবে তা মুক্ত করতে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম।"** অন্য আরেক বর্ণনায়, তিনি ঘোড়ায় চেপে ঝড়োবেগে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন এবং গলা পানিতে প্রবেশ পর্যন্ত এগুতো থাকেন এবং বলেন, **"হে আল্লাহ্, আমি আপনাকে আমার স্বাক্ষী রাখলাম যে আমি এটা অতিক্রম করতে পারলাম না। যদি আমার কাছে এটা অতিক্রমের কোন উপায় থাকতো তবে আমি তা করতাম।"**

অন্যতম শক্তিশালী ও উন্নত জাতি হিসেবে মুসলিমরা তাদের অবস্থানকে ধরে রাখে। কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা অনুধাবন করতে পারলো যে মুসলিমদের সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমা খচিত উক্বাব-এর পতাকা সুউচ্চে তুলে ধরেছিল। তাই তারা এই রাষ্ট্রকে ধ্বংসের জন্য তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করে। সেই সময়ে বৃটেন ছিল কুফর রাষ্ট্রসমূহের মোড়ল এবং সে খিলাফত রাষ্ট্রকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ১৮ শতকের শুরু থেকে কার্যক্রম শুরু করে এবং বিংশ শতাব্দির প্রথম চতুর্থাংশে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। সে এই কাজে আরব এবং তুরস্কের কিছু বিশ্বাসঘাতকদের ব্যবহার করে।

তারপর থেকে মুসলিমরা দুর্বল ও বিভক্ত হয়ে পড়ে। শক্তিধর হতে দুর্বলতম, ইসলামের সব শত্রুরা মুসলিম ভূ-খন্ডের উপর ধ্বংসলীলা আরম্ভ করে। কুর'আন-এর অবমাননা করা হয়, তবুও তারা চুপ থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অবমাননা করা হয়, তবুও তাদের ধমনীর রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে না। তাদের মর্যাদা ও সম্মানকে ভূ-লুণ্ঠিত করা হয়, তবুও তাদের সেনাবাহিনী ব্যারাকেই বসে থাকে। তাদের শাসকরা নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে সেনাঅভিযান পরিচালনা করেনা। দুর্বলের সামনে তারা সিংহের মতো, আর শত্রুর সামনে পরাজিত কাপুরুষের মতো আচরণ করে...আজকের অবস্থায় উপনিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে!

হে মুসলিমগণ এবং বিশেষতঃ তার প্রভাবশালী ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

মুসলিম উম্মাহ্'র বিষয়াদির সঠিক সমাধান একমাত্র সেভাবেই হবে যেভাবে তার প্রথম অংশে হয়েছিল, অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদাহ্ রাষ্ট্রে ইসলাম দ্বারা শাসন, উক্বাব-পতাকার ছায়াতলের শাসন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পতাকার ছায়াতলের শাসন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতেই শুধুমাত্র তা বাস্তবায়িত হবে: শুধুমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে একটি দল গঠনের মাধ্যমে, যা পরবর্তীতে উম্মাহ্'র নিকট ইসলামকে উপস্থাপন করবে এবং উম্মাহ্'র ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট নুসরাহ্ অনুসন্ধান করবে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাহায্যে বিজয় এবং ইসলামী শাসন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই পথে অবিচল থাকবে। তখনই কেবল আমাদের বিষয়বস্তুগুলো ঠিক যেরকম প্রয়োজন ঠিক সে অবস্থায় ফিরে আসবে। এবং তখন এর দ্বারা উম্মাহ্ অধঃপতিত অবস্থা থেকে পুনর্জাগরিত হবে, পূর্বের গৌরবোজ্জল অবস্থায় ফিরে আসবে: খিলাফতে রাশেদাহ্ যা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইসলাম বাস্তবায়ন করবে এবং দাওয়াহ্ ও জিহাদের মাধ্যমে তা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিবে, এভাবেই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এটাকে বিজয় দান করবেন।

"নিশ্চয়ই আমি রাসূল এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে সাহায্য করব। [সূরা গাফির: ৫১]

খিলাফতের জন্য কাজ করা কেবলমাত্র একারণেই অপরিহার্য নয় যে তা বাস্তবতা পর্যালোচনা করে মুক্তি ও বিজয় লাভের একমাত্র পথ হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছে। বরং, এই অপরিহার্যতার প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে এটা একটি মহান ফরয, সকল ফরযের মা এবং শিরোমণি, যার মাধ্যমে শারী'আহ্ বাস্তবায়িত হয় এবং হুদুদ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যা ছাড়া কোনটাই সম্ভব নয়...এবং **একটি ফরয দায়িত্ব পালনের জন্য যা যা করণীয় সেগুলোও ফরয।** খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং একজন খলীফা নিয়োগ দেয়া হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা এর জন্য কাজ করেনা, তারা এমন ভয়াবহ গুনাহ্'তে লিপ্ত যে তাদের মৃত্যুকে জাহিলিয়াতের মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা এই গুনাহ্'র ভয়াবহতাকেই নির্দেশ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার কাঁধে (কোন খলীফার) বাই'আত নেই, সে যেন জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।" (মুসলিম)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) সত্য বলেছেন!

নিঃসন্দেহে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং একজন খলীফাকে নিয়োগ দেয়া গুরুত্বপূর্ণ ফরয। তাই মুসলিমরা রাসূল (সাঃ)-এর জানাযা ও দাফনের আগে খলীফা নিয়োগে অগ্রসর হন, যদিওবা মৃত ব্যক্তির জানাযা ও দাফন নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। খিলাফতের চরম গুরুত্বের কারণেই এসব ঘটেছে, যে কারণে নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ (রা.) এই ফরযকে অন্য আরেকটি মহান ফরয: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) দাফনের চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন।

তাছাড়া, এই খিলাফত ব্যবস্থা, একজন খলীফার (ইমামের) নেতৃত্বে বিভিন্ন ভূ-খন্ড বিজয় করবে এবং সেগুলোকে মুক্ত করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"খলীফা বা ইমামই হচ্ছে সেই ঢাল যার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তার মাধ্যমে নিজেদেরকে রক্ষা করা হয়।" (মুসলিম)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) সত্য বলেছেন!

সুতরাং, খলীফা এবং খিলাফত হচ্ছে ঢালস্বরূপ, নিরাপত্তা দানকারী এবং যাদের নিরাপত্তা রয়েছে, আল্লাহ্'র ইচ্ছায় তারাই শেষ পর্যন্ত সাহায্য প্রাপ্ত ও বিজয়ী হবে। সে তার অধিকার কিংবা ভূমি হারাবে না। শত্রু তার কাছে ঘেঁষতেও সাহস করবে না। খিলাফতের ইতিহাস তাই বলে। আজ কোথায় সেই বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য এবং তাদের আড়ম্বরপূর্ণ রাজ্য শাসন? কোথায় মাদা'ইন এবং খসরু (পারস্যের সম্রাট)? ইসলামী রাষ্ট্র, এর সৈনিক ও ন্যায়পরায়ন শাসক ছাড়া কারা প্রশান্ত থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খন্ডে তাক্বীর ধ্বনিতে গর্জে উঠেছিল? যদি খিলাফতের নিকট এই দুই মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পূর্ব ও পশ্চিমে, কোন ভূ-খন্ডের সন্ধান জানা থাকতো তাহলে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্, আর-রাহমান, আর-রাহিম, আল-আজিজ, আল-হাকিম-এর প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব গ্রহণ করতো।

হে মুসলিমগণ এবং বিশেষতঃ তার প্রভাবশালী ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

আমরা অতীতে দুইবার আপনাদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছিলাম:

- প্রথমবার, ২০ রবিউস সানি ১৩৮৫ হিজরী/ ১৭ আগষ্ট ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ, প্রায় ৫০ বছর পূর্বে। মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান ইসলামী চিন্তা ও বিধানসমূহকে দ্রুতগতিতে নড়বড়ে করার ব্যাপারে উম্মাহ্'কে সতর্ক সংকেত দেয়াই ছিল সেই আহ্বানটির মূল উদ্দেশ্য, কেননা সে সময়ে মুসলিমদের মধ্যে এর প্রভাব ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এবং যেহেতু **হিযবুত তাহ্রীর** হচ্ছে পথপ্রদর্শক যে জনগণকে ধোঁকা দেয়না, তাই ইসলামী চিন্তা ও বিধানসমূহের প্রতি মুসলিমদের আস্থা ও বিশ্বাসকে পুনর্জাগরিত করতে সে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, এবং তাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছিল, আল্হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

- দ্বিতীয়বার, ২৮ রজব ১৪২৬ হিজরী/ ২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ খৃষ্টাব্দ, প্রায় ১০ বছর আগে। সেই আহ্বানটি ছিল একটি উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। মার্কিনীদের নেতৃত্বে পশ্চিমা শক্তিরা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, **হিযবুত তাহ্রীর** এবং অন্যান্য নিষ্ঠাবান মুসলিমরা, ইসলামের প্রতি মুসলিমদের আস্থায় চিড় ধরাতে তাদের বহু বছরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ্ খিলাফত প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসরমান হচ্ছে। পশ্চিমারা যখন এটা প্রত্যক্ষ করে তখন **হিযব**-এর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ বৃদ্ধি করে, কখনও নিজে কিংবা কখনও তার দালালদের মাধ্যমে। তাছাড়া তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেটাকে ক্রুসেড হিসেবে আখ্যা দেয়, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা নিয়ে ইরাক ও আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। সুতরাং, দ্বিতীয় আহ্বানে, খিলাফত, বিশেষতঃ এর প্রচারক এবং সাধারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাগোষ্ঠীর চরম বিদ্বেষকে আমরা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলাম। মুসলিমদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজকে বাঁধাগ্রস্ত করতে ইসলামের শত্রুদের আকাঙ্খাকে তুলে ধরা হয়েছিল। তাছাড়া আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করেছিলাম যে মুসলিমরা পশ্চিমাদের পরাজিত করতে সক্ষম, যদি তারা ইসলামের হুকুম-আহ্কামের প্রতি আনুগত্যশীল থাকে, এবং দ্বীনের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান থাকে এবং পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র আনুগত্যে প্রবেশ করে।

- **এইবার, যখন খিলাফত ইতিমধ্যে ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠীর জনমতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এরকম একটি সময়ে আমরা আপনাদের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত আহ্বানের পূর্ববর্তী এই আহ্বান জানাচ্ছি...**

এখন আর কিছুই বাকি নাই, শুধু আল্লাহ্'র নির্দেশ অনুযায়ী আনসারগণের মতো একজন আনসার এবং সা'দ ইবনে মু'য়ায-এর মতো একজন সা'দ-এর এগিয়ে আসা ব্যতীত...নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ, যারা তাদের নিজ দ্বীনের সহায়তায় এগিয়ে আসবে, খিলাফতের কর্মীদের সহায়তায়, **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সহায়তায়, এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্, বর্তমানের যুলুমের শাসনের পরবর্তী নবুয়্যতের আদলে খিলাফত, যেমনটি ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা,

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃত্ব দান করবেন..."
[সূরা আল-নূর : ৫৫]

যেমনটি সু-সংবাদ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ),

"...তারপর আসবে যুলুমের শাসন এবং তা বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ চান, অতঃপর আল্লাহ্ যখন চান তা তুলে নিবেন। তারপর আসবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত।" (আহমাদ)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) সত্য বলেছেন!

এই হচ্ছে আপনাদের প্রতি আমাদের চূড়ান্ত আহ্বানের পূর্ববর্তী আহ্বান, কারণ আমরা আপনাদের কল্যাণ কামনা করি। সুতরাং, দ্রুত সাড়া দিন হে মুসলিমগণ, দ্রুত সাড়া দিন হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ! ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ ও নুসরাহ্ প্রদান করুন। নীরব দর্শক না হয়ে **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সাথে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করুন। কারণ, আজকে অংশগ্রহণ করলে যে মর্যাদা ও পুরস্কার পাবেন ভবিষ্যতে তা পাবেন না, যদিও উভয়টিতেই মর্যাদা রয়েছে।

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্'র রাস্তায় ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, তারা (অন্যদের) সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে তাদের অপেক্ষায় অনেক বেশী। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।" [সূরা আল-হাদীদ : ১০]

এই হচ্ছে আপনাদের প্রতি আমাদের চূড়ান্ত আহ্বানের পূর্ববর্তী আহ্বান, সুতরাং সর্বশক্তিমান, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করবেন না। বলবেন না যে, "যদি আমরা তোমাদের সাহায্য করি তবে আমেরিকা ও পশ্চিমারা আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে", কারণ আল্লাহ্'র রাস্তায় সহায়তা ও সমর্থনকারী মু'মিনের সামনে শত্রুর পা কেঁপে উঠবে এবং তাদের শক্তি-সামর্থ্য ধ্বসে পড়বে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"এবং মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।" [সূরা রূম : ৪৭]

এই হচ্ছে আপনাদের প্রতি আমাদের চূড়ান্ত আহ্বানের পূর্ববর্তী আহ্বান, আমরা আপনাদেরকে স্মরণ করাতে চাই আপনাদের প্রকৃত শক্তি-সামর্থ্য ও শত্রুদের দুর্বলতা সম্পর্কে। আপনারা হচ্ছেন মুসলিম, যারা আল্লাহ্'কে বিশ্ব জাহানের রব হিসেবে, ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নিজেদের নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন। পরাক্রমশালী রব-এর কারণেই আপনারা শক্তিশালী,

"আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত আর কোনো শক্তি নাই" [সূরা কাহ্ফ : ৩৯]

এবং আপনাদের দ্বীন-এর কারণে আপনারা সম্মানিত,

"সমস্ত সম্মানতো শুধু আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের জন্যই।"
[সূরা মুনাফিকুন : ৮]

আপনারা হচ্ছেন খোলাফায়ে রাশেদাহ্'গণের উত্তরসূরী, আন্দালুসের মুক্তিদাতা ও এতে ইসলামী সভ্যতা স্থাপনকারীদের উত্তরসূরী। আপনারা হচ্ছেন মুহ্'তাসিমের উত্তরসূরী যিনি রোমানদের কর্তৃক আক্রান্ত এক মহিলার 'ওয়া মুহ্'তাসিমা' চিৎকারে সাড়া দিয়ে একটি বিজয়ী সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে তাকে রক্ষা করেছিলেন। আপনারা হচ্ছেন হারুন আল-রশিদ-এর উত্তরসূরী, যিনি মুসলিমদের সাথে চুক্তিভঙ্গকারী রোমান সম্রাটকে এই বলে হুমকি দিয়েছিলেন যে, কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষায় না থেকে সেনাবাহিনী মোতায়েন করবেন, যা সম্রাট শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করবে। আপনারা হচ্ছেন ক্রুসেডাদের পরাজিতকারী সালাহ্উদ্দিনের উত্তরসূরী; তাতারদের পরাজিতকারী কুতুজ এবং বায়বার-এর উত্তরসূরী; মুহাম্মদ আল-ফাতিহ্'র উত্তরসূরী, যাকে আল্লাহ্ যুবক বয়সে কন্সটান্টিনোপল জয়ের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, যার সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"কতই না উত্তম এর সেই সেনাপতি এবং কতই না উত্তম সেই সেনাবাহিনী।"

আপনারা হচ্ছেন খলীফা সুলাইমান আল-কানুনির উত্তরসূরী, যার কাছে ফ্রান্স তার কারারুদ্ধ রাজাকে উদ্ধারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল এবং খলীফা তৃতীয় সেলিম-এর উত্তরসূরী, যার শাসনামলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেডিটেরিয়ান সাগরে নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্য আলজেরিয়ার গভর্ণরকে বাৎসরিক খাজনা দিত। আপনারা হচ্ছেন সুলতান আব্দুল হামিদের উত্তরসূরী, যিনি ইহুদীদের কর্তৃক কয়েক মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দানের প্রস্তাবে রাজি হননি এবং ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বসতি স্থাপনে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি। তিনি বিখ্যাত সেই উক্তিটি করেছিলেন, "ইহুদীরা তাদের সম্পদ তাদের কাছেই রেখে দিক। যদি কখনও খিলাফত ধ্বংস হয় তবে তারা বিনা অর্থে ফিলিস্তিনকে অধিকৃত করতে পারবে। কিন্তু যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ফিলিস্তিনকে ভাগ হতে এবং খিলাফত হতে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়ার চেয়ে স্বশরীরে তরবারী চালানোই আমার কাছে অধিক পছন্দীয়।" তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী শাসক, আল্লাহ্ তার উপর রহমত করুক, খিলাফত ধ্বংসের পর এখন হুবুহু তাই হচ্ছে। দালাল শাসকেরা ফিলিস্তিনকে হাত ছাড়া করেছে এবং ইহুদীদের কাছে সপে দিয়েছে। না! বরং তারা ইহুদী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা দিচ্ছে।

এই খলীফা, ১৯শতকের শেষের দিকে (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) এক বৃটিশ নাগরিক কর্তৃক ইসলামের অবমাননাকর কিছু ছাপার জন্য, তৎকালীন পরাশক্তি বৃটেনকে লন্ডনে অবস্থিত খিলাফতের দূতাবাসের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিলেন, যদিও সেই সময় তার ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চরম চক্রান্ত চলছিল। অথচ এখন, পশ্চিমা কাফির ও ইহুদীরা আল্লাহ্'র বাণী মহান গ্রন্থ কুর'আন-কে নির্দ্বিধায় অবমাননা করছে। এখন ক্ষমা চাওয়ার কোন বালাই নাই কারণ মুসলিমরা খলীফাবিহীন। যে খলীফা কুর'আনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং কুর'আনের বিন্দুমাত্রও অবমাননাকারী কাফের শক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করবেন।

এই হচ্ছে খিলাফত এবং এর অধীনে বসবাসকারী মুসলিমগণ। তারাই আপনাদের পূর্বপুরুষ, হে মুসলিমগণ এবং এগুলো ছিল তাদের কর্মসমূহ। আপনারা তাদেরই সন্তান, সুতরাং তাদের অনুসৃত সত্যপথকে অনুসরণে এবং তাদের অর্জিত সম্মানকে অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রসর হন।

এই হচ্ছে আপনাদের প্রতি আমাদের চূড়ান্ত আহ্বানের পূর্ববর্তী আহ্বান, আমরা পূর্বের মতো এবারও জোর দিয়ে বলছি যে আল্লাহ্'র ইচ্ছায় আপনারা আপনাদের শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম। কাফির সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ বাহ্যিক দিক থেকে শক্তিশালী দেখালেও বাস্তবে দুর্বল। তারা সমরাস্ত্রের দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও তাদের মধ্যে বীরোচিত পুরুষের অভাব। কম অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত কিন্তু বীরোচিতভাবে লড়াইয়ে পারদর্শী ঈমানদারদের একটি বাহিনীর সামনে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত কাপুরুষ বাহিনী নিতান্তই দুর্বল। এটাই কাফিরদের বিরুদ্ধে খিলাফতের সেনাবাহিনীর লড়াইয়ের প্রকৃত চিত্র। সুতরাং, যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমরাস্ত্রের দিক থেকে এগিয়ে থাকার কোন মূল্য নাই, কারণ মুসলিমগণ একটি সত্য ও প্রাণসঞ্চারকারী আক্বীদা ধারণ করে, যা তাদেরকে এমনভাবে যুদ্ধের সক্ষমতা প্রদান করে যার সাথে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যালিমদের তুলনা চলে না। তাছাড়া, অচীরেই তারা এই সত্যকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে, যখন আল্লাহ্'র ইচ্ছায় খিলাফতের সূর্য্য উদয় হবে এবং তা একের পর এক বিজয়ের দিকে ধাবিত হবে, সমস্ত ভূ-খন্ড হতে যালিমদের বিতাড়িত করবে, যদি তাদের পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোন স্থান শূণ্য থাকে...

"তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে।"
[সূরা ছো'য়াদ : ৮৮]

এই হচ্ছে আপনাদের প্রতি আমাদের চূড়ান্ত আহ্বানের পূর্ববর্তী আহ্বান, আমরা আপনাদের সমর্থন ও সহায়তা চাচ্ছি, সুতরাং, আমাদের সমর্থনে যারা অগ্রবর্তী তাদের সাথে শামীল হন। আমরা আপনাদের দিকে আমাদের হাতকে প্রসারিত করলাম, একে আঁকড়ে ধরুন এবং সেইসব প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগ দিন যারা ইতিমধ্যে আমাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন, একটি কাফেলা প্রায় যাত্রা শুরুর পথে, সুতরাং সেই সফরে যোগ দিন।

"অতঃপর তারা বলবে: এটা কবে হবে? বলুন: হবে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই।"
[সূরা আল-ইসরা' : ৫১]

আমরা আল্লাহ্'র সহায়তা ও প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সন্তুষ্টচিত্ত।

"সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে, আল্লাহ্'র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-রূম : ৪-৫]

আপনাদের উপর আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।

পবিত্র রমযান মাসের প্রথম শুক্রবার, ১৪৩৬ হিজরী

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info | PeoplesDemandBD2

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য:
০১৭৯৮ ৩৬৭ ৬৪০ | **htmedia.bd@outlook.com**

হিযবুত তাহ্রীর-এর আমীর শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্-রাশতা-এর ফেসবুক লিংক:
https://www.facebook.com/Ata.AbualRashtah

হিযবুত তাহ্রীর